

মুক্তমনার পাঁচ বছর

শিক্ষা মাতৃভাষা বাংলাদেশ

কালাম মাহমুদ

শিক্ষা নিয়ে চলছে মহা দক্ষযজ্ঞ।

সন্তানের শিক্ষা নিয়ে বাবা মা পরিবার রীতিমতো প্রায় যুদ্ধে লিপ্ত। দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই। ভর্তি করতেই হবে ‘ভালো’ (!) এক স্কুলে। ভালো স্কুলে ইংরাজীর মান ভালো। ভালো ইংরাজী শিখতে হবে, ইংরাজী না শিখলে শিক্ষা হয় না, ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষা, ইংরাজী না শিখলে কম্পিটিশনের এই দুনিয়ায় টেকা যাবে না – শহরে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের শিক্ষাসংক্রান্ত ধারণা এটাই।

মধ্যবিত্তরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নামীদামী স্কুলে ভীড় জমা’ছেন, ভর্তির লড়াইয়ে ঠেলে দি’ছেন সন্তানদের, ক্লাস এইট থেকে নামিয়ে ভর্তি করছেন সিন্ধে। কুসংস্কার আর সংকটের এক দুষ্টচক্রে নিপতিত তারা।

কিছুটা স’ছিল থেকে উচ্চবিত্তরা ছুটছেন ইংলিশ মিডিয়ামে। ইংলিশ মিডিয়াম আবার দু’রকম – দেশী শিক্ষা ও বিদেশী শিক্ষা। ব্যয়বহুল লেখাপড়া। কিন্তু টাকা সমস্যা নয়। টাকা এঁদের আছে।

যারা আরো বিত্তবান তারা যা’ছেন ঢাকা শহরেই মাসে লক্ষ টাকা বেতনের আমেরিকান স্কুলে।

বিত্ত যত বেশী, বাংলার প্রতি অবজ্ঞা-ঘৃণা ততই তীব্র; ইংরাজীর প্রতি মোহ-শ্রদ্ধা-দাসসুলভ আনুগত্য ততই বেশী।

শিক্ষার নামে ইংরাজী নিয়ে চলছে নীতিহীন বানিজ্য ও নৈরাজ্য। ভারী ভারী বিদেশী ইংরাজী বই শিশুদের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করছে বিদ্যালয়গুলো। যার যেমন ইচ্ছা। যত নামী স্কুল, ততই বেশী ইংরাজী বইয়ের ভার। অবোধ শিশু-কিশোরদের উপর এ এক স্বেচ্ছাচার। ইংরাজীর চাপে বাংলা পিষ্ট ও অবহেলিত। বাংলা অনুপযুক্ত ভাষা, বর্তমান বিশ্বে বাংলা অচল, তাই বাংলা দিয়ে কি হবে – এই হুঁহু সাধারণ মনোভাব। সমাজে মহা কুসংস্কার হয়ে তা শিকড় গেড়ে আছে।

টোফেল, আইয়িএলটিএস, স্যাট, জিইডি ইত্যাকার বিভিন্ন নামের ইংরাজী বানিজ্য চলছে দোদাঁড় প্রতাপে। আমেরিকা ও ইংলন্ড রপ্তানী করেছে এইসব শিক্ষাকোর্স। দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা জুড়ে এই ইংরাজী ব্যবসায়ীদের বিশাল প্রচারণা। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে লক্ষ্যণীয় এদের সরব উপস্থিতি। এরাই আজ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ।

গড়ে উঠছে ও উঠছে একের পর এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এদেরও মাধ্যম ইংরাজী এবং সিলেবাস মূলত আমেরিকান। মার্কিনী মডেলে গুটিকয়েক বিষয় এরা ফেরি করে। বিবিএ, এমবিএ, কম্পিউটার ইত্যাদি।

তাবৎ ইংরাজী ব্যবসায়ীদের সাথেই বিত্তের সম্পর্ক নিগূঢ়। বিত্ত না থাকলে এদের শিক্ষাপণ্য কেনা যায় না। তাই বিত্তবানরা এদের ক্রেতা। মধ্যবিত্তরা এদের জালে অসহায় শিকার।

দুর্ভাগ্য সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের, যারা জনসংখ্যার আশি শতাংশেরও বেশী। শিক্ষার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। এদের সন্তানদের অনেকে গ্রামে, মফস্বলে, শহরে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে রাষ্ট্র প্রবর্তিত সরকারী সিলেবাস, যাতে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বাধ্যতামূলক ইংরাজী ও ইংরাজী-আরবী-বাংলা এই তিন ভাষার জগাখিচুড়ি। দুর্বোধ্য, বিকৃত, একঘেয়ে ও আকর্ষণবিহীন এই পাঠ্যক্রম। এর চাপে

শিক্ষা এমনই এক শক্ত জিনিষে পরিণত হয়েছে, যাতে দাঁত বসানো প্রায় অসাধ্য। জনগণের শিক্ষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। শিক্ষার সোনার হরিণ তাদের হাতে ধরা দেয় না।

শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা ইংরাজীর জয়গানে যতই উচ্চকিত, শিক্ষায় বৈষম্য, নৈরাজ্য, ও কুশিক্ষা ততই বাড়ছে, শিক্ষা ততই সংকটে ও রসাতলে তলিয়ে যাবে”ছ এবং বিত্তবানদের হাতে কুক্ষিগত হবে”ছ।

ইংরাজীর মিছিলে ইদানীং শরীক ধর্মবাদীরাও। তাঁরাও ইংরাজী শিক্ষায় জোর দিয়েছেন। চালু করেছেন ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, ক্যাডেট মাদ্রাসা ইত্যাদি। মাদ্রাসাও দু’ধরনের, গরীবের ও ধনীর। এখানেও তাই বিত্তবান ও বিত্তহীনের বৈষম্য এবং বিশ্বাসনের হাওয়া। গরীবের মাদ্রাসায় গরীবের ছেলেমেয়েরা শিখছে আরবী এবং ‘আধুনিক’ ও ক্যাডেট মাদ্রাসায় কিছুটা বিত্তবানরা শিখছেন আরবী-ইংরাজী-বাংলা। এখানেও জমজমাট শিক্ষার বানিজ্য।

সব মিলিয়ে ইংরাজীর স্রোতধারায় মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত-ধর্মবাদী সকলেই পরম উল্লাসে অবগাহন করছেন আর সাধারণ মানুষ হবে”ছ শিক্ষা-বঞ্চিত ও পিষ্ট।

শিক্ষাকে তাই মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা আপামর জনসাধারণের মৌলিক অধিকার। এমনকি জাতিসংঘের ঘোষণায় এই অধিকার স্বীকৃত। যে কোন রাষ্ট্র, তা যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে তার দায়িত্ব শিক্ষাকে সমস্ত জনগণের কাছে সহজলভ্য ও বৈষম্যহীন করা। শিক্ষাকে হতে হবে দেশের জনগণের সর্বজনীন সম্পদ। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা করতে বাধ্য।

শিক্ষার সমস্যা ভাবতে হলেই বিবেচনায় আনতে হবে এদেশের পনের কোটি মানুষকে, যাদের অর্ধেকই নারী। শিক্ষার সমস্যা এই পনের কোটি মানুষকে শিক্ষিত করার সমস্যা। সুতরাং এর পরিসর সুবিশাল।

শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত গভী নয়, শিক্ষা মূলত যাদের জন্য, সেই পনের কোটি মানুষের এই মহান কর্মযজ্ঞের বিশালত্ব ও দায়িত্ব যদি চিন্তায় থাকে, তাহলে প্রথম সমস্যাই হ’ল, কিভাবে সবচেয়ে কার্যকরী ও সহজ উপায়ে শিক্ষাকে জনগণের সামনে পেশ করা যায়? এজন্য শিক্ষানীতিটা কি হবে? এই পনের কোটি নরনারী কোন ভাষায় শিখবেন?

ভাষা শিক্ষার বাহন। শিক্ষাকে মানুষের কাছে বয়ে নিয়ে যায় ভাষা। তাই ভাষার প্রশ্নটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমরা কি একথা বলবো যে গ্রামের কৃষিমজুর, খেটে খাওয়া কৃষক, জোগালি, রাজমিস্ট্রী, ফেরিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, জেলে, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ছোট ব্যবসায়ী, শহরে কারখানা ও গার্মেন্টস শ্রমিক, পিয়ন-চাপরাসী, দোকান কর্মচারী, নিম্নমধ্যবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্তসহ সমস্ত সাধারণ মানুষ ও তাদের সন্তানরা ইংরাজী-বাংলা-আরবী এই তিনটি ভাষাতেই শিক্ষিত হবেন? ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষা, আমেরিকা-ইংলন্ডের উন্নত ভাষা – এই ধূয়া তুলে আমরা কি এটা বলবো যে শিশুকাল থেকে সবাইকে ইংরাজী শিখতেই হবে? কোটি কোটি মানুষ ইংরাজী না জানলে শিক্ষিত হতে পারবেন না? অথবা এটা কি বলা হবে যে দেশে শিক্ষার একাধিক স্টান্ডার্ড থাকবে: সাধারণ মানুষ শিখবেন সাধারণ শিক্ষা আর বিত্তবানরা শিখবেন ইংরাজীসহ অভিজাত শিক্ষা, যা তারা এতদিন হয়ে এসেছে!

শিক্ষা সর্বসাধারণের সমান মৌলিক অধিকার। তাই বৈষম্যমূলক কোন শিক্ষা গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সর্তই হ’ল, সারা দেশে সকলের জন্য এক অভিন্ন শিক্ষানীতি, অভিন্ন সিলেবাস ও অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে সবার জন্য শিক্ষা ও অভিন্ন শিক্ষা। বিত্তবানদের কোন বিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও অধিকার নেই পৃথক উন্নততর শিক্ষা পাওয়ার।

তাই সমস্যা যেহেতু পনের কোটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, এই শিক্ষা হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে।

বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক দেশ। বাঙালি ছাড়াও সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতি এখানে রয়েছে। তাই বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার এই ভাষা হতে পারে একমাত্র বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম, এর অর্থ ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষাকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না, আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। একমাত্র বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষাই সহজাতভাবে বাধ্যতামূলক।

মানুষ চিন্তা করে সুনির্দিষ্ট একটি ভাষার মাধ্যমে। সেই ভাষার অন্তর্গত শব্দমালার মাধ্যমে তাঁর মস্তিষ্কে বাইরের জগৎ খন্ডে খন্ডে আশ্রয় লাভ করে, চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতা গড়ে ওঠে এবং আপন মতামত অভিব্যক্ত হয়। সাধারণভাবে নিজস্ব ভূখন্ডে এই ভাষাটি মাতৃভাষা। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়া মানুষের চিন্তার সামর্থ্য, সৃজনশীলতা ও প্রকাশ-ক্ষমতা – কোন কিছুই ক্ষুরণ ঘটতে পারে না। ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু মানুষের মস্তিষ্কে মাতৃভাষার মাধ্যমে অনুদিত হয়ে প্রবেশ পায়। মাতৃভাষার এক শক্ত ভিত্তি ছাড়া নিজ দেশে ভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় এক শক্তিশালী দখল ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান অর্জনের পরই একজন বাঙালি ইংরাজীর মত কোন ভিন্নতর ভাষাকে ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারেন। তাই কোটি কোটি বাঙালি জনগণের সুশিক্ষা, সৃষ্টিশীলতা, জাগরণ ও উত্থানের জন্য, এমনকি বিদেশী ভাষা শেখার জন্যও, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশ ও জনগণের উন্নতির জন্য তা অপরিহার্য। একজন বাঙালি সন্তান যদি তার শিশুকাল থেকে ইংলন্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান বা অন্য কোন দেশে লালিত-পালিত হন, সে দেশের ভাষার পরিবেশে গড়ে ওঠেন, সেখানকার ভাষায় শিক্ষালাভ করেন তাহলে বিষয়টা ভিন্ন ধরণের। তখন তাঁর চিন্তার ভাষা আর বাংলা নয়, বিদেশী ভাষা। তিনি বরং মস্তিষ্কে তাঁর চিন্তার ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন বিষয়বস্তু বুঝবেন।

বাংলার মাধ্যমে কি শিক্ষা সম্ভব? উচ্চশিক্ষাও কি সম্ভব? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ? মনে রাখা উচিত বাংলা আজকের বিশ্বে এক পরিপূর্ণ ও বিকশিত ভাষা। ভাষাগত অনেক প্রশ্নে বাংলা শক্তিশালী ও সুবিধাজনক এক ভাষা। বাংলা বর্ণমালা এক সমৃদ্ধ বর্ণমালা। ভাষা হিসেবে এর কোন মৌলিক ঘাটতি নেই। আর এ কারণেই ডিগ্রী পর্যন্ত আর্টস্, সায়েন্স, কমার্স ও আইন প্রতিটি বিভাগে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ইংরাজীর গুরুত্ব যতই তুলে ধরা হোক না কেন, দেশের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছেন। স’হল শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী এর ব্যতিক্রম। মাতৃভাষার প্রশ্নের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।

শুধুমাত্র বিএ, বিএসসি বা বিকম পর্যন্তই নয়, অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি থিসিসও বহুদিন ধরে বাংলায় হ’ছে। এটা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় বিত্তবান অংশের প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলা মাধ্যম আজ উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা এমনকি ডক্টরেট দেয়া সম্ভব কি না, তা আজ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কারণ তা ইতিমধ্যে ব্যপক পরিসরে সম্ভব হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বাংলা ভাষার এই প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত-স্বাভাবিকভাবে হয়নি। তা এদেশের মানুষের অব্যাহত সংগ্রামের ফসল। বহুশত বছর ধরে অসংখ্য বাধাবিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করেছে। ‘৫২ সংগ্রাম, ‘৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ মুক্তিযুদ্ধসহ সমস্ত সংগ্রামে সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ছিল কর্মসূচির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইসকল সংগ্রামে সামনের কাতারে ছিলেন ও রক্ত দিয়েছিলেন মূলত মধ্যবিত্তসহ এদেশের সাধারণ মানুষ। মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সর্বদাই ছিল এদেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। কিন্তু সর্বদাই জনসাধারণের আত্মত্যাগ ও তাদের অর্জিত ফসলকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আজও তার অন্যথা হ’ছে না। আজও ইতিহাসের রায়কে উল্টে দেওয়ার চেষ্টার বিরাম নেই। তাই সংগ্রামেরও অবসান নেই। আজও বাংলা ভাষার বিকাশ সম্ভব বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এবং এ পথেই এ ভাষা এগিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশাল ভান্ডার বাঙালী পাঠকদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস-দর্শন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত দেশ-মহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত অতীত ও বর্তমানের এক সুবিশাল ঐশ্বর্য অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। খোদ বাংলা ভাষায় এ ভাষার লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছেন বিভিন্নমুখী বিপুল আয়তনের সাহিত্য। রয়েছে সাহিত্যের লোকজ সমৃদ্ধ ভান্ডার। প্রয়োজন এ বিশাল সম্ভারকে পনের কোটি মানুষের আয়তনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। যথাসম্ভব একে কোটি কোটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশ্বর্যে পরিণত করা। তাদের সৃজনীক্ষমতা, সচেতনতা ও চিন্তাশক্তির বিস্তার ঘটানো এবং এভাবে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের নতুনতর পথকে উন্মুক্ত করা। এটা সম্ভব একমাত্র মাতৃভাষায় সমস্ত— জনগণকে শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে।

চিকিৎসাশাস্ত্র বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মত কিছু ক্ষেত্রে এখনও ইংরাজী মাধ্যম প্রচলিত। এর কারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সর্বস্ব—রে বাংলা প্রবর্তনের প্রয়াস কখনও নেয়া হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বক্ষেত্রেই বাংলার প্রচলন সম্ভব।

ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মাঝে মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিজীবী কিছু সংশয় ও দ্বিধার সাথে বলেন, এগুলোতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী বা মুক্তিযুদ্ধ এসব শিখানো হয় না। মনে হয় এগুলো শিখালেই এইসব প্রতিষ্ঠান আর অগ্রহণযোগ্য থাকে না। কিন্তু সমস্যা মূলত এখানে নয়। অধিকাংশ ইংরাজী মাধ্যম প্রতিষ্ঠান আজকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী বা ১৬ ই ডিসেম্বরের একমাস আগে থেকেই ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো’ অথবা রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় আকাশ বাতাস পারিপার্শ্বিকতাকে সরগরম করে তোলে। এদের অতি ঘটা অতি উৎসাহ বরং চোখে পড়ার মত। সমস্যাটা অন্যত্র।

এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিত্তশালীদের জন্য। মাতৃভাষা, দেশ ও জনগণের শিক্ষার বিরুদ্ধে এ এক অব্যাহত বিরোধিতার প্রকাশ। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্ভব নয়, ইংরাজী না শিখলে চলবেই না, ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষা উন্নততর ও কার্যকরী শিক্ষা, ইংরাজীই বেশী গুরুত্বপূর্ণ— এই ধরনের সাংস্কৃতিক

কুসংস্কার যা ব্রিটিশ আমল থেকে অবিরাম প্রচার করা হ'ছে, ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারই ধারক-বাহক। বিপুল সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা এদেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে শিক্ষা, সচেতনতা ও মর্যাদাবোধ, গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখতে পারতো, তাঁরাও ব্যপক আকারে ইংরাজী সম্পর্কে কুসংস্কারে আ'ছন্ন হওয়ার ফলে যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হ'ছেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই কুসংস্কার জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইংরাজী সম্পর্কে কুসংস্কার এক গণ-কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। এতে অতীতে লাভবান হয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ও তার এদেশীয় দালাল উচ্চবিত্ত শ্রেণী আর আজ লাভবান হ'ছে তথাকথিত বিশ্বায়নের প্রবক্তা আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের অনুসারী এদেশের সম্পদশালী শাসক সম্প্রদায়। সর্বনাশ হ'ছে এদেশের সম্পদ উৎপাদক মানুষের। সুতরাং ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশ ও জনগণবিরোধী সীমাহীন চক্রান্ত ও তৎপরতার এক বাস্তব রূপ। এ হ'ছে এক ক্ষুদ্রে ব্যকটেরিয়া বা বিষফোড়া যা জনগণের মনোজগৎ ও দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে সংক্রমিত ও যন্টুগাক্লিষ্ট করেছে। ইংরেজী মাধ্যমে যারা পড়েন তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি খুবই দুর্বল। শিক্ষাব্যবস্থাটাই এমন যে এদেশের জনগোষ্ঠী ও তাদের ভাষার প্রতি এদের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। মানুষ কোন না কোন জনগোষ্ঠীর অংশ। এর মধ্যেই সে বেড়ে ওঠে ও একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তি অর্জন করে। কিন্তু এরা এদেশের জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমানের ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে বি'ছন্ন। এ সম্পর্কে এরা নিরাসক্ত। ইংরাজী বা বাংলা কোন ভাষায় এদের মৌলিক দখল নেই। তাই এদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি যেমন নড়বড়ে তেমনি চিন্তার ভাষাও দুর্বল। চিন্তাশীলতা, মননশীলতা, জ্ঞানলিপ্সা ও সৃজনীশক্তি তুলনামূলকভাবে এদের অনেক কম। এরা অনেক বেশী ভাসাভাসা, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। সমাজের প্রতি এরা দায়দায়িত্বহীন। শিক্ষার পরিসরে এরা এক পরজীবী অভিজাততন্টু এবং বিশাল অপচয়।

প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। কারণ ইংরাজী ও আরবীর এক দুঃসহ বোঝা শিশুকাল থেকে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় এবং অতি নিম্নমানের বইপত্র ও সিলেবাসে পঠন-পাঠন চলে। তারপরেও বাংলার প্রাধান্যের কারণে কি উচ্চশিক্ষায়, কি শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টিতে,

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, বাংলা-ইংরাজী সাংবাদিকতায়, আন্দোলনে-মুক্তিসংগ্রামে-আত্মত্যাগে-জীবনোৎসর্গে, বন্যা-ঘূর্ণিঝড়সহ দুর্যোগ কবলিত মানুষের সহায়তায়, বুদ্ধিতে-সৃজনশীলতায়, দেশে-বিদেশে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি কাজকর্মে-উদ্ভাবনে, সাহসে-বীরত্বে-অধ্যবসয়ে সর্বক্ষেত্রে এরা ইংরাজী মাধ্যমওয়ালাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। এমনকি যে প্রতিযোগিতার দুনিয়ার দোহাই দিয়ে ইংরাজী মাধ্যম চুপে বসছে, তাতেও প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের শিক্ষিতরা অনেক অনেক উপরে। এদের তুলনায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত পরিসরে ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণকারীরা নিম্নপ্রভ।

সম্প্রতি সরকারের আরো পশ্চাৎপদ শিক্ষানীতি ‘একমুখী শিক্ষা’র বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এই আন্দোলনে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি পুরোনো অথচ মৌলিক এবং শাসক ও সরকারসমূহ দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর পদদলিত গণতান্ত্রিক দাবী পুনরায় উচ্চকিত হয়েছে। দাবীগুলো ছিল:

- একটা স্তর পর্যন্ত সারা দেশে এক অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস। অর্থাৎ ইংরাজী মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষাসহ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সকল শিক্ষাপদ্ধতি বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষা।
- সেকুলার ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষা থেকে যে কোন ধর্মীয় শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা। ধর্মীয় শিক্ষা হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সবধরনের বৈষম্য দূর করা।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা।

যে কোন কারণেই হোক, নিছক ‘একমুখী শিক্ষা বাতিল’, এই আশু ইস্যুটিতেই আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ফলে যখন সরকার ঘোষণা করলেন ‘একমুখী শিক্ষা’র পরিকল্পনা স্থগিত করা হবে, তখন শিক্ষানীতির প্রশ্নে আন্দোলন, আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্ক খিতিয়ে পড়ে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি, বাধ্যতামূলক ইংরাজী থাকা প্রয়োজন কি না, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সাথে

ইংরাজীর সম্পর্ক— এসব প্রশ্ন এ আন্দোলনে সামনে আসেনি। আসেনি যে তার অন্যতম এক কারণ, এ প্রশ্নে আন্দোলনকারীদের অনেকে নিজেরাই সংশয়া’ছন্ন এবং সুস্পষ্ট অবস্থান নেই। সামগ্রিকভাবেই আমরা সবাই এক ধোঁয়াশায় আছি। সাম্প্রতিক কালে এ প্রশ্নে তেমন বিতর্ক-আলোচনাও হয়নি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, এর অর্থ শুধুমাত্র একটাই। ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার কোন স্—রে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া বা আবশ্যিক করা যাবে না। উপরের সমস্— গণতান্ত্রিক দাবীর মধ্যে এটাই হ’ছে কেন্দ্রীয় বিষয় এবং চাবিকাঠি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানমুখী চেতনার প্রথম পরিচয় এটি। বিজ্ঞানও গভীরে শেখা সম্ভব মাতৃভাষায়। বিজ্ঞান শিখতে হবে এদেশের জনসাধারণের জীবনধারণের উন্নয়নের জন্য, নাসার বৈজ্ঞানিক হয়ে তারকাযুদ্ধের জন্য নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে উন্নয়ন করা যেতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থা ব্যপক জনসাধারণের সম্পদে পরিণত হবে কি না, কোটি কোটি মানুষ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারবেন কি না, শিক্ষা সত্যিকার অর্থে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য হবে কিনা, শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে উচ্চমানের হবে কিনা – এসবকিছুর জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ করণীয় এটি। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রথম কারণ ইংরাজী চাপিয়ে রাখা, যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা বিভীষিকা হয়ে উপস্থিত হয় এবং শিক্ষা সহজেই হয়ে ওঠে পণ্য। শিক্ষার প্রশ্নে বিভ্রাট ও নিম্নবিত্তের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয় অনতিক্রম্য প্রাচীর। ইংরাজী চাপিয়ে রেখে অভিন্ন শিক্ষা বা বৈষম্যহীন শিক্ষা কোনটারই প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আমাদের জ্ঞানের গুণ ও পরিমাণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। কারণ প্রথমতঃ কোটি কোটি জনসাধারণের জন্য শিক্ষা অর্জন হবে সহজতর, দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী (এবং আরবী) দুঃসহ বোঝা ও কষ্ট নেমে যাওয়ার কারণে আরও বহুল পরিমাণে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হবে। মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত ভাষা তাঁর মাতৃভাষা। ইংরাজী (এবং আরবী) বাধ্যতামূলক থাকার কারণে প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব ই’ছানুসারে শিক্ষার অধিকার হারায়। শিক্ষা হয়ে পড়ে জোর-জবরদস্তি— ও অস্বাভাবিক কোনকিছু। মানুষকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহহীন দাসে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। দেশে আজ তাই হ’ছে।

ইংরাজী বা কোন বিদেশী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না – এর অর্থ এই নয় যে এদেশের মানুষ ইংরাজী শিখবে না। কোন প্রকার জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ভাবধারায় চালিত হয়ে ইংরাজীকে বাধ্যতামূলক রাখার বিরোধিতা করা হ'ল না। কোন ভাবাবেগ ও সংকীর্ণতার অবকাশ এখানে নেই। ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদেশের মানুষ ইংরাজী শিখবেন। ইংরাজী চাপিয়ে দিয়ে ইংরাজী শিখাতে না পারার যে 'কৃতিত্ব' ও কসরত বৃটিশ-পাকিস্তানসহ আজ পর্যন্ত এদেশের সমস্ত — শাসকরা দেখিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক ভালভাবে জনসাধারণ ইংরাজী শিখবেন। তাঁরা ইংরেজী শিখবেন এবং এশিয়ার অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষা হিন্দী, আরবী, চীনা, জাপানি ইত্যাদি শিখবেন। তাঁরা শিখবেন স্প্যানিশ, ফরাসী, রুশ, জার্মান ইত্যাদি। শিখবেন বৃহত্তর প্রয়োজনে। তাঁরা এগুলো শিখবেন, কারণ তাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান, এসবের অতীত ও বর্তমান। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে যে ভাষাই প্রয়োজন তাই তাঁরা শিখবেন। বিশ্বের দেশে দেশে জনসাধারণের সাথে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সমর্মিতা গড়ে তোলার জন্যও শিখতে হবে ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা। কিন্তু তা তারা শিখবেন স্ব-ইচ্ছা ও সচেতনতার ভিত্তিতে। তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া চলবে না এবং এভাবে ইংরাজী শিক্ষাকে অল্প কিছু বিত্তবানদের একচেটিয়া দখলে নেয়া চলবে না। অন্য ভাষা শিখতে হবে, এর অর্থ এই নয় যে তা জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষ প্রথমে আন্তর্জাতিক পরে জাতীয়। তাই আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইংরাজীসহ বিদেশী ভাষা শেখা উচিত। এ উদ্দেশ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে ও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটা খুবই প্রত্যাশিত হবে যে জনসাধারণের মধ্যে বড় একদল থাকুক যারা ভালো ইংরাজী জানেন, একদল জানেন স্প্যানিশ, একদল চীনা ইত্যাদি। প্রতিটি দলে মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে স্ফীত হোক, এটাই হবে প্রয়াস। এজন্য ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

তাহাড়া ইংরাজীই একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা নয়। ইংরাজী সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানই একমাত্র আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার নয়। আরও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষা ও ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞান আছে। বৃটেন ব্যতীত ইউরোপে কোন দেশে ইংরাজী নেই। ফ্রান্স, জার্মান, ইতালী, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, রাশিয়া ইত্যাদি প্রত্যেক দেশে রয়েছে নিজেদের এক বা একাধিক ভাষা। তারা নিজেদের ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। এ প্রশ্নেও আমাদের ও জনসাধারণের স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

জনসাধারণের উপর আস্থা রাখা উচিত। জনসাধারণের রয়েছে জ্ঞানার্জনের প্রচণ্ড ইচ্ছা, প্রয়াস ও অন্তর্নিহিত সক্ষমতা। বর্তমানের চরম প্রতিকূল ও দুর্বোধ্য শিক্ষাব্যবস্থাতেও জনসাধারণের এই আগ্রহ ও সক্ষমতা স্ব-প্রকাশিত। সুতরাং জনসাধারণ বাস্—ব প্রয়োজনের আলোকেই নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন, তাঁরা ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা শিখবেন কি না এবং কোন ভাষাটি তাঁদের শিখতে হবে।

অর্থাৎ ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষা শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। একজন শিক্ষার্থী আগ্রহী না হলে ভিন্ন ভাষা গ্রহণ করবেন না। তিনি আগ্রহী হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এক নির্দিষ্ট স্—রে ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা গ্রহণ করতে পারবেন। ঠিক কোন স্—রে একজন অন্য ভাষা গ্রহণ করবেন, সেটা অবশ্যই পর্যালোচনা-বিতর্ক ও প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। অবশ্যই আজকের মত শিশু বয়স বা প্রাথমিক শিক্ষার স্—রে নয়, প্রাথমিক স্—রে অবশ্যই শুধু মাতৃভাষা। এভাবেই প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব। উচ্চতর পর্যায়ে একজন একাধিক বিদেশী ভাষাও নিতে পারবেন। উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চতর স্—রে বিশেষ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষার উপর উচ্চতর শিক্ষা থাকবে। সময়, দেশ ও জনগণের অবস্থার অগ্রগতির বা পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদেশী ভাষা শিক্ষার সমগ্র বিষয়টি পরিবর্তনীয়।

এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে আমাদের দেশের ছাত্ররা রাশিয়া, চীন বা জাপানে গিয়ে রুশ, চীনা বা জাপানী ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এজন্য সেখানে তারা নির্দিষ্ট ভাষাটি শিখে নিয়েছেন। সুতরাং পনের কোটি মানুষকে তাদের অবুঝ বয়স থেকে ইংরাজীর শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলতে হবে তা ঠিক নয়।

বাংলাদেশে মুরং, চাকমা, মগ, গারোসহ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে। তাদের জাতিগত চেতনা ও জাতিগত অস্তিত্ব—ত্বের স্বাতন্ত্র্য তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বীকৃতি পেয়েছে। এঁদের অধিকার রয়েছে নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা। এঁদের ভাষাসমূহের অনেকগুলিই হয়ত যথাযথভাবে বিকশিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে লিখিত ভাষা নেই। জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর সাধারণ নীতি থেকেও এটা বলা যায়, এঁদের নিজ নিজ ভাষা বিকাশে সহায়তা করতে হবে এবং এঁরা নিজেরা গণতান্ত্রিকভাবে ঠিক করবেন কোন ভাষায় এঁরা শিক্ষালাভ করবেন। তবে নিজেদের ভাষা অবিকশিত হওয়ার কারণে কোন ক্ষুদ্র জাতি অন্য যে কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এটা তাদের অধিকার।

ভাষার প্রশ্নে আমরা পিছনে হাঁটছি। ইতিহাসের রায়কে নির্বাসিত করা হয়েছে জাদুঘরে। সর্বস্ব—রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রশ্নকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আজ আবার অভিজাত নামীদামী স্কুলগুলোতে ইংরাজী মাধ্যম চালু করা হ’ল। বাজারে বাংলা পাঠ্যপুস্তক—কের আগেই এসেছে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক। এতদিন ছিল ব্রিটিশ শিক্ষা – ও লেবেল, এ লেবেল। এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে দেশী সিলেবাসের ইংরেজী মাধ্যম। প্রতিটি উপজেলায় সরকারী উদ্যোগে একটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি—বও বিবেচনাধীন। বিত্তবানরা ও যথেষ্ট স’ল মধ্যবিত্তদের স্বার্থেই এই উদ্যোগ। কলেজে ইংরাজী মাধ্যম চালু করার প্রয়াসও লক্ষ্যণীয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। এ সবকিছুই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিত্তহীন ও বিত্তবানদের মধ্যে নতুন মেরুকরণ এবং একই সাথে সংগ্রামও। উপনিবেশবাদের দাসত্বের ভূত ঘাড় থেকে নামেনি। তাই মধ্যবিত্তরা দুলছেন। আসন্ন বিপর্যয় আমরা দেখতে পারছি না। উন্নত বিশ্ব বিশ্বায়নের কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছে। আমাদের মত

দেশে গ্রামের গরীব মানুষের কুটিরেও তার ভয়ানক উপস্থিতি। উন্নত বিশ্ব সারা পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোকে আরো শক্ত করে অষ্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরবে, সমস্— স্বতন্—স্বাধীন বিকাশ ও অস্—তাকে ভেঙ্গেচুরে বিলীন করে নিজেদের মত করে সবকিছু ঢেলে সাজাবে – এইতো বিশ্বায়ন। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার অস্বীকৃতি, ইংরাজী মাধ্যমের বিকাশ ও ইংরাজী-আরবীকে বেশী করে চাপিয়ে দেয়া এই বিশ্বায়নকেই সহায়তা করবে।

শেষপর্যন্ত মানুষ সর্বদাই সত্যকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করেছে, সত্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছে ও বিকশিত করেছে, এর জন্য সংগ্রাম করেছে – এটাই একমাত্র আশাবাদ।

৫/২৯/০৬